APR. 08 2002

দৈনিক ইনকিলাব

আদালতে শিহাব হত্যার আসামীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

সাঈদ শিহাবের বুকের উপরে উঠে বসেছিল রাজুর সাথে চাপাতি দিয়ে লাশ টুকরো করে গুম করতে সহায়তা করে

সৈয়দ আহমেদ গাজী ॥ রাজধানীর মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক শিহাব হত্যা মামলার আসামী সাঈদ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। গতকাল (রবিবার) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শহীদুল ইসলাম তার খাস কামরায় দীর্ঘ ২ ঘন্টাব্যাপী জবানবন্দি রেকর্ড করেন। জবানবন্দিতে সাঈদ শিহাব হত্যাকাণ্ডে লোমহর্ষক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। জবানবন্দি রেকর্ড করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও একদিকে শিহরিত অন্যদিকে হতবাক হয়ে যান। গতকাল সাঈদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিচ্ছে এ কথা শুনে বহু উৎসুক বিচারপ্রার্থী নরপশু সাঈদকে দেখার জন্য ভিড় জমায়। অনেক আইনজীবী তাকে দেখার জন্য ছুটে আসে।

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিহাব হত্যার আসামীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল আদালত অংগনে শিহাব হত্যার বিষয়টি নিয়ে নানা মতামত শোনা যায়। অনেক আইনজীবী এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, যেহেতু আসামীগণ ঘটনার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করছে সে ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া উচিত। শিহাব হত্যা মামলায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হলে হয়ত এভাবে আর কোন মায়ের কোল খালি হবে না। অকালে নিষ্পাপ কোমল কোন শিশু এহেন হত্যার শিকার হবে না। গতকাল আসামী সাঈদের সঙ্গে কোন আইনজীবী আদালতে দাঁড়ায়নি। আইনজীবীরা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, তারা শিহাব হত্যা মামলায় আসামীদের পক্ষে আইনী লড়াইয়ে যাবেন না। আইনজীবীরা যুক্তি দিয়ে বলেন, আইনজীবীরা ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকেন, আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে মামলা পরিচালনা করে থাকেন, কিন্তু দিনের সূর্যের ন্যায় শিহাব হত্যা মামলার আসামী পক্ষে মামলা করার কোন কারণ নেই। গতকাল আদালতে বিচারপ্রার্থী আইনজীবীসহ সবাই শিহাবের হত্যাকাণ্ডে আসামীদের শাস্তির আবেদন জানিয়েছেন, এই ঘটনা সকল শ্রেণীয় মানুষকে দারুণভাবে আন্দোলিত করেছে।

গতকাল বিকেল ৫টায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি শেষে যখন ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরা থেকে সাঈদকে বের করা হয়, তখন তাকে বেশ স্বাভাবিক

লেগেছে, তার চেহারায় কোন অপরাধবোধের ছবি দেখা যায়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট কি বলেছে জানতে চাইলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও শান্তভাবে জবাব দিয়ে বলে, শিহাব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবকিছুই বলেছি, কোন কিছুই গোপন করিনি। সিএমএম আদালতের বারান্দা থেকে যাওয়ার সময় বেশ কয়েকজন বিচারপ্রার্থী তাকে দেখে ধিক্কার দেন, কেউ কেউ তার প্রতি থু থু দেন। এত কিছু করেও সাঈদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। গতকাল সন্ধ্যায় সাঈদকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

৪ দিন পুলিশ রিমান্ডে থাকার পর গতকাল সাঈদকে সিএমএম আদালতে প্রেরণ করা হয়। মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা সাঈদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার আবেদন জানান। সিএমএম মোহাম্মদ আইয়ুব সাঈদের জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল ইসলামকে দায়িত্ব দেন। বেলা ২টায় সাঈদকে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় নেয়া হয়, ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদকে বলেন, তুমি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে, তোমার কঠিন শাস্তি হতে পারে। তিনি বলেন, আমি কিন্তু পুলিশ নই, তুমি আমার নিকট জবানবন্দি দিতে বাধ্য নও। ম্যাজিস্ট্রেটের সকল প্রশ্ন জেনে সাঈদ জবানবন্দি দেয়। সাঈদ বলে, গত ৭ ফেব্রুয়ারী বিকেলে স্কুল গেট থেকে সাইকেল চালানোর লোভ দেখিয়ে শিহাবকে নেয়া হয়। শিহাবকে এভাবে নেয়ার ব্যাপারে রাজু ও লিটন পরিকল্পনা করে। ঘটনার আগে থেকে সবুজ তাকে সাইকেল চালাতে দিত। সাঈদ ও লিটন প্রথমে তাকে শাহজাহানপুরে ঢাকা বিরানী হাউজে নিয়ে যায়। সাঈদ ও লিটন বিরানী খায়। শিহাবকে বিরানী খেতে দেয়া হয়। শিহাব বিরানী খেতে রাজি না হওয়ায় তার পছন্দমত নুডুলস খায়। খাওয়ার পরে ঢাকা বিরানী হাউজ থেকে জুলেখার নির্বাচনী ক্লাবে যায়। ক্লাবে তারা রিক্সায় যায়। লিটন ও শিহাব এক রিক্সায় যায়। ক্লাবে গিয়ে শিহাবের বাসায় টেলিফোনে খবর দেয়, ক্লাবে রাজুর নির্দেশে লিটন শিহাবকে ঝাপটে ধরে। সবুজ তার মুখ চেপে ধরে, শিহাব মাটিতে লুটে পড়ে। শিহাব আর্তচিৎকার করতে থাকে। রাজুকে উদ্দেশ্য করে নানা আকুতি-মিনতি জানায়। শিহাব তাদের সকল দাবীর বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার মিনতি করে। শিহাবের কোন আকুতি-মিনতিই তাদরকে নাড়া দেয়নি। শিহাব মাটিতে পড়ে গেলে নাসিম পেটের উপর বসে। সাঈদ পা চেপে ধরে। রাজু গলা চেপে ধরে শাসরুদ্ধ করে নির্মমভাবে শিহাবকে হত্যা করে। সাঈদ জবানবন্দিতে আরও বলে, কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই শিহাবকে হত্যা করা হয়। তবে রাজুই ছিল এর মূল হোতা ও পরিকল্পনাকারী। শিহাবকে নির্মমভাবে হত্যা করে ৫৫ টাকা দিয়ে ২টি চাকু ও ২টি বাজারের ব্যাগ কেনা হয়। পরে উক্ত চাকু দিয়ে পৈশাচিক কায়দায় শিহাবকে টুকরা টুকরা করা হয়। রাজুই টুকরা টুকরা করে। অন্যরা এ সময় তাকে সহায়তা করে। শিহাবের লাশের টুকরা টুকরা অংশগুলো ব্যাগে ভর্তি করে ঐ এলাকায় ফেলে দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে শিহাবের পিতার কাছে মুক্তিপণ হিসাবে ২০ লাখ টাকা দাবী করা হয়। বিভিন্ন টেলিফোন বুথ থেকে টেলিফোন করা হয়। রাজুই তাদের আশ্বাস দিয়েছিল তাদেরকে বিদেশে পাঠিয়ে দিবে। সাঈদ একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, রাজুর সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। রাজুর আশ্বাসেই এ হেন জঘন্য হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছে। গতকাল সাঈদকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এ মামলার অপর আসামী লিটন, রাশেদ ও ফজলুল হক পুলিশ রিমান্ডে রয়েছে। ২/১ দিনের মধ্যে তারাও স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিবে বলে জানা যায়। রাজু পলাতক রয়েছে।